দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 JUN 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পর্কে কমিটির রিপোর্ট : বিপুলসংখ্যক শোক সংশ্লিষ্ট থাকায় গোপনীয়তা বিঘ্নিত হচ্ছে ও দুর্নীতি বাড়ছে

বছরে ৬ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয় নকল রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে

।। শওকত মাহমুদ ।।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সাথে বিপুলসংখ্যক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট থাকায় পরীক্ষা কার্যের গোপনীয়তা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং সেই সাথে দুর্নীতির প্রকোপ বাড়ছে। এ দু'টি পরীক্ষায় প্রতি বছর গড়ে ৬ হাজার পরীক্ষার্থী বহিস্কৃত হয়। নকল প্রবণতা এত বেড়েছে যে, তা পুরোপুরিভাবে রোধ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

সম্প্রতি পেশকৃত পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্টে এ কথা বলা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য গত ৩রা অক্টোবর অধ্যাপক মুহম্মদ শামসউল হককে চেয়ারম্যান করে ২৫ সদস্য-বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এর নাম পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি।

রিপোর্টে পরীক্ষা পদ্ধতির পটভূমি সম্পর্কে বলা হয়, উপ-মহাদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর নতুন শাসকগণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেশীয় ব্যবস্থা কার্যতঃ নিষ্প্রভ করে দিয়ে সেখানে নতুন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করেন। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা ঘোষণা করে মেকলে বলেন, 'সবাইকে শিক্ষাদান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব'। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হল এমন একটি শ্রেণী তৈরী করা 'যারা হবেন রক্তে ও রঙে ভারতীয় এবং রুচি, মতামত, নৈতিকতা ও বুদ্ধিমত্তায় ইংরেজ। এ শিক্ষিত শ্রেণী কাজ করবে ''আমাদের এবং আমাদের শাসিত অযুত লক্ষ মানুষের মধ্যে দোভাষী রূপে।'' এই উদ্দেশ্যটি শিক্ষার অন্য সকল উদ্দেশ্যের ওপর প্রাধান্য পায় এবং পরবর্তীকালে শিক্ষা সংস্কারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু এই শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল চাকরির জন্য প্রস্তুতি, বহিঃপরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায় চাকরিলাভের প্রধান প্রবেশপথ।

পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ছে

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 JUN 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

মাধ্যমিক পরীক্ষা

(১ম পাতার পর)

রকম সাংগঠনিক পরিবর্তন আনা হলেও পরীক্ষা পদ্ধতিতে তেমন কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। বলতে গেলে বৃটিশ শাসনামলে যে পদ্ধতি চালু ছিল এখনও সেই পদ্ধতিই অনুসৃত হচ্ছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। ১৯৫২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ৮ হাজার ২শ' ৯১ জন। '৮৪তে তার সংখ্যা দাড়ায় ১লাখ ৯৪ হাজার ৮শ' ৭৩-এ।

প্রশাসনিক সমস্যা

বর্তমানে এত বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণে অনেক প্রশাসনিক জটিলতার উদ্ভব হয়েছে। মূল সমস্যাগুলো হলো (১) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৬শ' কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ (বছর বছর কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ছে। '৮৩তে মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৪২৭; '৮৫-তে বেড়ে হয়েছে ৫৪২টি); (২) প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপে কেন্দ্র নির্বাচনে নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণে ব্যর্থতা; (৩) বিভিন্ন কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীর সংখ্যার তারতম্য; (৪) বিভিন্ন কেন্দ্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মানের তারতম্য; (৫) বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের অসহযোগিতামূলক আচরণ এবং (৬) বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্যে নকল করার প্রবণতা।

নকল ঠেকানো অসম্ভব

পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নকল-প্রবণতার জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কেন্দ্রে এক সংঘাতময় পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রের চারদিকে পুলিশ মোতায়েন এবং ১৪৪ধারা বলবৎ রাখা সত্ত্বেও বাইরে থেকে নকল সরবরাহ পরীক্ষার আবহাওয়াকে বিনষ্ট করে। নকলপ্রবণতা পরীক্ষার সবচেয়ে বড় সমস্যা। পুরোপুরিভাবে নকল প্রতিরোধ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমন অভিযোগও পাওয়া যায় যে, অভিভাবক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণও দুর্নীতিতে সাহায্য করে থাকেন। দু'টি পরীক্ষায় প্রতি বছর গড়ে ৬ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয় এবং প্রতিকূল অবস্থার দরুন আরো বেশি সংখ্যক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা সম্ভব হয় না।

১৯৮৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫১০২, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৩২৮২, ১৯৮৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৭৭০, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ২৮৬৪, এবং ১৯৮৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৫৪৫ ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ২৮৩৯ জন ছাত্র বহিস্কৃত হয়।

সাফল্যের হার

শহরাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পল্লী অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সাধারণতঃ অনেক উন্নত। লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা বেশী। তবে পরীক্ষার ফলাফলে তা সব সময় প্রতিফলিত হয় না। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীদেরকে পাস বা ফেল বলে চিহ্নিত করা হয়। সব বিষয়ে ভাল করে একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলেও পরীক্ষায় সে অকৃতকার্য বলে গণ্য হয়। এর দরুন এ দু'টি পরীক্ষায় প্রতি বছর মোট পরীক্ষার্থীর অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় আড়াই লাখ ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হয়। বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যেও পাস-ফেলের কিছুটা তারতম্য দেখা যায়। প্রতি বছর এত অধিক সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীর অকৃতকার্যতাকে অনেকেই এ পরীক্ষা পদ্ধতির প্রধান সীমাবদ্ধতা বলে মনে করেন। এই অকৃতকার্যতা একটি বিরাট জাতীয় অপচয়।

পরীক্ষায় দুর্নীতি

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপ এবং দুর্নীতির অবকাশ রয়েছে। পরীক্ষাক্ষেত্রে উত্তরপত্র পরীক্ষণ এবং ফলাফল প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন স্তরে অবৈধভাবে ফলাফল পরিবর্তনের ঘটনাও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রতি বছর এ দু'টি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত কেন্দ্রে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীসহ প্রায় ৫০ হাজার পরীক্ষক, টেবুলেটর ইত্যাদি এবং দুই হাজার অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিভিন্ন স্তরে সরাসরিভাবে জড়িত থাকেন। পরীক্ষা প্রশাসনে এত বিপুলসংখ্যক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট থাকায় পরীক্ষাকার্যের গোপনীয়তা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে দুর্নীতির প্রকোপ ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরীক্ষায় অপচয় এবং দুর্নীতি সাধারণ সমালোচনার প্রধান বিষয়-বস্তু।